শিক্ষার হার আরও বাড়াতে হবে -প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক
৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ১২:০০ এএম | আপডেট: ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ১১:১১ পিএম

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে গতকাল তার কার্যালয়ে এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল হস্তান্তর করেন শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী -পিআইডি

advertisement

শিক্ষার হার বাড়াতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, ‘আমাদের শিক্ষার হার বর্তমানের ৭৫ দশমিক ২ শতাংশ থেকে আরও বাড়াতে হবে।’ গতকাল বুধবার সকালে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশের সময় তিনি এ আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী সকালে তার কার্যালয় থেকে কম্পিউটারের বোতাম চেপে ২০২২ সালের মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডসহ ১১টি শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেন।

advertisement

সম্মিলিত ফলের সারসংক্ষেপ প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। পরে একে একে ১১টি শিক্ষা বোর্ড, ৯টি সাধারণ বোর্ড, একটি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও একটি কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানরা নিজ নিজ বোর্ডের ফল প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব সোলেমান খান।

advertisement 4

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘সরকার দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে চায়। এর প্রধান হাতিয়ার শিক্ষিত জনগোষ্ঠী। তাই সরকার শিক্ষায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। সরকার শিক্ষাকে বহুমুখীকরণ করেছে। সারা বাংলাদেশে, বিশেষ করে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যাতে আমাদের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, সেদিকে সরকার বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছে। ফলে শিক্ষার হারও বেড়েছে।’

সরকার মাদ্রাসা শিক্ষাকে গুরুত্ব দিচ্ছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা তো সবার জন্য কাজ করে যাচ্ছি। ইতোমধ্যে আমরা অনেক মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত করে দিয়েছি। শিক্ষকদের সরকারি চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছি।’

মাদ্রাসায় পড়ুয়াদের জন্য প্রযুক্তি শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করে শেখ হাসিনা বলেন, ‘আধুনিক প্রযুক্তি শিক্ষা যাতে তারা নিতে পারে। কারণ মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে পরে ছেলেমেয়েরা কোথায়

গিয়ে কাজ করবে? সে জন্য তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ বা তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা দিতে হবে। এসব কারিগরি ক্ষেত্রে যাতে তারা আরও প্রশিক্ষণ নিতে পারে সেই সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদের উৎসাহিত করা দরকার। তাতে তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।'

২০২২ সালের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যারা পাস করতে পারেনি, তারা যেন মন খারাপ না করে। সামনে ভালো করার জন্য নতুন করে যেন উদ্যোগ নেয়। আমাদের ছেলেমেয়েরা কেন ফেল করবে?'

শেখ হাসিনা বলেন, 'আমি দেখলাম পাসের হারে মেয়েদের সংখ্যা বেশি। এর মানে ছেলেদের পড়াশোনায় আরও মনোযোগী হওয়া দরকার। আমাদের ছেলেমেয়েরা খুব মেধাবী, একটু সুযোগ পেলে তারা অসাধ্য সাধন করতে পারে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা নিয়ম করেছিলাম, ফল ৬০ দিনের মধ্যে দিতে হবে। এবার আপনারা ৬০ দিনের আগেই দিয়েছেন। তাই সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।' প্রধানমন্ত্রী সময়মতো পরীক্ষা আয়োজন ও ফল প্রকাশের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্টদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান।

সরকারপ্রধান বলেন, জাতির পিতা বলেছিলেন সোনার বাংলা গড়ার জন্য সোনার মানুষ চাই। সে ক্ষেত্রে আমাদের আজকের ছেলেমেয়েরাই তো সোনার মানুষ। শেখ হাসিনা বলেন, ১৯৯৬ সালে প্রথমবার ক্ষমতায় আসার পর আমরা শিক্ষার হার ৬৫ দশমিক ৫ শতাংশে উন্নীত করলেও বিগত বিএনপি সরকারের সময় এ হার কমে ৪৪ শতাংশে নেমে আসে।

শেখ হাসিনা বলেন, 'তবে আমরা বিএনপি সরকারের আমলের শিক্ষার হারকে বাড়িয়ে ৪৪ শতাংশ থেকে ৭৫ দশমিক ২ শতাংশ করেছি।'

শেখ হাসিনা বলেন, বর্তমান সরকার তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণের জন্য ইনকিউবেশন সেন্টার ও ডিজিটাল সেন্টার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অনেক সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার নিয়মিত প্রস্তুতির পাশাপাশি আইসিটিবিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ নিতে পারছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'শুধু বিএ, এমএ পাস করলে হবে না, একই সময়ে তথ্য-প্রযুক্তির ওপর জ্ঞান অর্জন করতে হবে। কারণ বর্তমান যুগটা ডিজিটাল ডিভাইসের যুগ।'